উনাকে (সাঃ) ভালোবাসাও ইবাদাত

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

যারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে ভালোবাসে তারা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য মানুষ। আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) আদেশ করেন হাযরাত নাবী (সাঃ) কে সম্মান দেখানোর জন্য, মর্যাদা দেয়ার জন্য এবং ভালোবাসার জন্য। তিনি বলেন আমরা যেন উনাকে (সাঃ) আমাদের নিজেদের থেকেও বেশী ভালোবাসি।

আমাদের সময়ের লোকেরা শয়তানের অনুসরণ করে এবং আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে অসম্মান দেখায়। তারা বলে যে তিনি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন, তিনি মারা গেছেন এবং চলে গেছেন। কিন্তু উনাকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া আল্লাহর আদেশ। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) আল্লাহর প্রিয়তম (হাবীবুল্লাহ) এবং আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) সবচেয়ে প্রিয় বান্দা অনন্তকালের জন্য।

উনাকে ভালোবাসা একটি ইবাদাত এবং একটি ভালো আমল। উনার প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করা একটি গুনাহর কাজ এবং তা আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) ঘৃণা নিয়ে আসে। যাদের উনার প্রতি বিরুপ মনোভাব আছে তাদের আল্লাহ (জাঃজাঃ) এই পৃথিবীতে শাস্তি দিবেন এবং ওইসব লোকেরা তাদের কাজ নিয়ে কখনোই স্বস্তিবোধ করতে পারবে না। তারা যতই সম্পদশালী হোক, তাদের যত কিছুই থাকুক অথবা যতই সন্তান-সন্ততি থাকুক, সেসব কোন কিছুই তাদের কাজে আসবে না।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর গোত্র আকারে অনেক বড় ছিল এবং মক্কার প্রত্যেকেই সেই গোত্রের একেকটি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন আমাদের সায়্যীদ (সাঃ) ইসলামের আহবান নিয়ে বের হন তখন তারা উনাকে গ্রহণ করেনি কারণ তিনি দরিদ্র ছিলেন। তারা ধনী ছিল বলে অহংকার দেখায় এবং উনাকে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) পবিত্র কুর'আনে তাদের ধিক্কার দেন। তাদেরকে আল্লাহ এই চরিত্র দিয়ে বর্ণনা করেন যে বর্ণনা কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে।

তিনি বলেন, "আমি তাকে সৃষ্টি করেছি স্বনির্ভর করে, তাকে সন্তান দিয়েছি, সম্পদ দিয়েছি, কিন্তু সে আরও চায়। সে আমার নাবীকে গ্রহণ করে না। সে 'আনিদ'।" 'আনিদ' শব্দের মানে হচ্ছে একগুঁয়ে। আল্লাহ (জাঃজাঃ) বলেন যে সেরকম লোক জাহান্নামের যোগ্য। যারা পুরো কুর'আন পড়ে শেষ করে তারা এই আয়াতটি পায়।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

সেসব লোকদের সম্পদ বা সম্পত্তি কোনকিচুই তাদের কোন কাজে আসে না। যদিও এরকম লোকের সন্তানেরা মুসলিম হয় তবুও তার কোন লাভ হয় না কারণ সে হাযরাত নাবী (সাঃ) এর দুশমন ছিল এবং সে হাযরাত নাবী (সাঃ) কে কষ্ট দিয়েছে। যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা ছিল কুরাইশ গোত্রের কাফিরেরা। কুরাইশ হাযরাত নাবী (সাঃ) এর নিজের গোত্র হওয়া সত্বেও সেটা তাদের কোন কাজে আসে নি।

মনোযোগ দাও যারা অতিশিক্ষিত আছ এবং যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী কর! যারা অতিশিক্ষিত তারা বলে যে তারা সব বোঝে, কিন্তু তারা অজ্ঞ মুসলিম। কখনো এরকম বোল না,"ওটা একটা তারিকাত। ওরা তারিকাতের লোক, তাই ওরা কিছুই জানে না। আমরা শিক্ষিত। আমরা জানি।" ওই শিক্ষা কোন কাজের নয়। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা তোমাদের থেকেও অনেক চালাক ছিল, অনেক ধনী ছিল, তবুও তা তাদের কোন কাজে আসে নি। তুমি যদি হাযরাত নাবী (সাঃ) কে ভালো না বাসো এবং সম্মান না কর তাহলে আর সবকিছুই মূল্যহীন।

আমাদের নাবী (সাঃ) আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) প্রিয়তম বান্দা। প্রকৃতপক্ষে উনাকে ভালোবাসা সহজ। উনাকে অপছন্দ করাই বিশ্রী এবং অস্বস্তিকর। আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) ভালোবাসা অর্জনের সবচেয়ে বড় রাস্তা, সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাবী (সাঃ) কে ভালোবাসা, আল্লাহ্‌র প্রিয়জনকে ভালোবাসা। তোমরা যদি আল্লাহ্‌র (আযযা ওয়া জাল্লা) নাবী (সাঃ) কে ভালোবাসো এবং উনার প্রিয় বান্দাদের ভালোবাসো, উনিও তোমাদের ভালোবাসবেন।

এমনকি পৃথিবীতেও যদি তুমি একজন মানুষকে ভালোবাসো সেও তোমাকে ভালোবাসবে। এখন ভেবে দেখ আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) সেই মানুষটিকে কতটুকু ভালোবাসবেন। হাযরাত নাবী (সাঃ কে ভালোবাসা একটি উত্তম পথ, একটি সহজ পথ। আল্লাহ (জাঃজাঃ) আমাদের সকলকে সেই ভালোবাসা দান করুন। আল্লাহ (জাঃজাঃ) আমাদের উনার নিজের ভালোবাসা এবং উনার নাবী (সাঃ) এর ভালোবাসা দান করুন, ইনশাআল্লাহ্‌।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১৯ জানুয়ারী ২০১৬ / ৯ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফাজর নামায।